বাংলাদেশ দূতাবাস
আঙ্কারা, তুরস্ক

তুরস্কের আঙ্কারায় বাংলাদেশ দূতাবসের উদ্যোগে "বাংলাদেশের জনগন, প্রকৃতি ও উন্নয়ন"-এর উপর সপ্তাহ ব্যাপি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

২৩ মার্চ ২০২২/আংকারা ঃ তুরস্কের আঙ্কারায় বাংলাদেশ দূতাবসের উদ্যোগে বাংলাদেশের উপর সপ্তাহ ব্যাপী একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ দূতাবাস আঙ্কারা ও আঙ্কারা সিটি কর্পোরেশন সহযোগিতায় "বাংলাদেশের জনগন, প্রকৃতি ও উন্নয়ন" বিষয়বস্তুর উপর "খিজিলাই মেট্রো ইসতাসিওনুর মেট্রো সানাত গ্যালারি" -তে "গোল্ডেন জুবলি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মুজিব বর্ষ" উদযাপনের অংশ হিসেবে এ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর শুরু হয়। আজ তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ূদ মান্নান এনডিসি ও আঙ্কারা সিটি কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র জনাব সেরজান চিলগিন যৌথভাবে ফিতা কেটে প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন তুরস্কের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান জনাব রমজান কাবাসাকাল, দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও উভয় দেশের নাগরিকবৃন্দ। প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের জনগন, প্রকৃতি ও উন্নয়ন বিষয়ক আলোকচিত্রসমূহ। উল্লেখ্য যে, এ প্রদর্শনীটি আজ ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে আগামী ৩০ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

প্রদর্শনীর জন্য যে স্থানটি বেছে নেয়া হয়েছে, সে স্থানটি দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার নারনারী যাতায়াত করে। এই প্রদর্শনীটি সাধারন তুর্কী নাগরিকদের বাংলাদেশের ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পকে জানতে সাহায্য করবে।

রাষ্ট্রদূত মস্‌য়ূদ মান্নান এনডিসি তাঁর বক্তব্যে, হাজার বছরের শ্রেষ্ট বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি, রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের প্রতি আলোকপাত করেন। অতপরঃ বর্তমান বাংলাদেশের জনগন, প্রকৃতি ও উন্নয়নের যে সুবিশাল কর্মযজ্ঞ প্রতিফলিত হয় সে বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই প্রদর্শনী তুরস্কের বন্ধুপ্রতিম জনগণকে বাংলাদেশের রুপকল্প, দর্শন ও মতাদর্শ ও বাংলাদেশের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে অনুপ্রাণিত করবে।

আঙ্কারার ডেপুটি মেয়র সেরজান চিলগিন তাঁর বক্তব্যে, আঙ্কারা সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সিষ্টার সিটি এগ্রিমেন্ট শীঘ্রই সই হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে যৌথভাবে এ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পেরে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

==========